أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/L) www.motaher21.net

قُلْ هَاتُوا بُرْهٰنَكُم

" তোমাদের প্রমাণ পেশ কর’ । "

" Produce your proof"

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১১১

وَ قَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

তারা বলে, কোন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, যে পর্যন্ত না সে ইহুদি হয় অথবা (খৃস্টানদের ধারণামতে) খৃস্টান হয়। এগুলো হচ্ছে তাদের আকাংখা। তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের প্রমাণ আনো, যদি নিজেদের দাবীর ব্যাপারে তোমরা সত্যবাদী হও।

আয়াত নং ১১২

بَلٰى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

হ্যাঁ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করে আর সৎকর্মশীল হয়, তার জন্য তার প্রতিপালকের নিকট পুণ্যফল রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই, তাদের কোন দুঃখ নেই।

১১১ ও ১১২ নং আয়াতের তাফসীর:

এখানে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো তাদের প্রমাণবিহীন দাবি যে, কেবল তারাই জান্নাতে যাবে। কারণ তাদের কথা হল:

(نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ)

‘আমরা আল্লাহর পুত্র ও তার প্রিয়পাত্র।’ (সূরা মায়িদাহ ৫:১৮)

তারা আরো বলে-

(نَحْنُ أَوْلِيَاءُ اللهِ)

আমরা আল্লাহ তা ‘আলার বন্ধু। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন: “যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর” অর্থাৎ এটা কেবল তাদের মুখের দাবি, কোন প্রমাণ নেই। যদি তাই হত তাহলে কেন কিয়ামতের দিন তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দেবেন।

তারপর আল্লাহ তা ‘আলা বলেন, কোন দাবি-দাওয়া নয়, যে ব্যক্তি দু’ টি শর্তে আমল করবে তার কোন চিন্তা নেই এবং কোন ভয়ও নেই।

১. (مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ)

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছে’ যে ব্যক্তি তার দীন ও আমলকে একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলার জন্য স্বচ্ছ করল তাঁর সাথে কাউকে অংশী স্থাপন করল না।

২. (وَهُوَ مُحْسِنٌ)

‘সৎকর্মশীল হয়েছে’ অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করে তার জন্য এ সুসংবাদ।

একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলার জন্য আমল করল কিন্তু রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক করল না অথবা সুন্নাহ মোতাবেক করল কিন্তু আল্লাহ তা ‘আলার জন্য খালেসভাবে করল না, তার আমলও প্রত্যাখ্যাত।

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(وَقَدِمْنَآ إِلٰي مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنْثُورًا)

“আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।” (সূরা ফুরকান ২৫:২৩)

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآئَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا)

“সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎ কর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ‘ইবাদাতে কাউকেও শরীক না করে।” (সূরা কাহ্‌ফ ১৮:১১০)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

أَنَا أَغْنَي الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

আমি শির্ককারীদের শির্ক থেকে অমুখাপেক্ষী, যে ব্যক্তি কোন আমলে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করল আমি তাকে ও তার শির্ককে বর্জন করব। (সহীহ মুসলিম হা: ২৯৮৫)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ رَدٌّ

যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যা আমাদের নির্দেশ বহির্ভূত তা প্রত্যাখ্যাত। (সহীহ বুখারী হা: ৬৯১৭, সহীহ মুসলিম হা: ১৭১৮)

সুতরাং কোন ভ্রান্ত দাবি নয় বরং এক আল্লাহ তা ‘আলা প্রতি ঈমান ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী আমলের মাধ্যমেই জান্নাত লাভ করা সম্ভব।

আসলে এটা নিছক তাদের অন্তরের বাসনা এবং আকাঙ্ক্ষা মাত্র। কিন্তু তারা এটাকে এমনভাবে বর্ণনা করছে যেন সত্যি সত্যিই এমনটি ঘটবে।

ইয়াহুদীদের প্রতারণা, আমিত্ব এবং মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক বাণী

অত্র আয়াতগুলোর মাধ্যমে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেও কিছুই মনে করতো না এবং স্পষ্টভাবে বলতো যে, তারা ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে যাবে না। সূরাহ্ মায়িদায় তাদের নিম্নরূপ একটা উক্তিও বর্ণিত হয়েছেঃ

﴿نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَ اَحِبَّآؤُهٗ﴾

আমরা মহান আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র। (৫ নং সূরা মায়িদা, আয়াত নং ১৮)

তাদের এ কথার উত্তরে ইরশাদ হচ্ছেঃ ‘তাহলে কিয়ামতের দিন তোমাদের ওপর শাস্তি হবে কেন?’ অনুরূপভাবে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের উক্তি নিম্নরূপও ছিলোঃ ‘আমরা কয়েকটা দিন জাহান্নামে অবস্থান করবো।’ তাদের এ কথার উত্তরে মহান আল্লাহ বলেন تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ তাদের এই দাবীও দালীল বিহীন। এভাবেই এখানেও তিনি তাদের একটা দাবী খণ্ডন করে বলেনঃ ‘দালীল উপস্থিত করো দেখি?’ তাদের অপারগতা সাব্যস্ত করে পুনরায় মহান আল্লাহ বলেনঃ হ্যাঁ, যে কেউই মহান আল্লাহ্‌র অনুগত হয়ে ইখলাসের সাথে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে, সে পূর্ণভাবে তার প্রতিদান লাভ করবে।’ যেমন তিনি অন্যত্র বলেনঃ

﴿فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ﴾

‘তারা যদি তোমার সাথে কলহ করে তাহলে তুমি বলোঃ আমি ও আমার অনুসারীগণ মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেছি। (৩ নং সূরা আল ‘ইমরান, আয়াত নং ২০)

মোট কথা, দু’ টি শর্তের ওপর প্রত্যেক ‘আমল গ্রহণযোগ্য। তা হলো অন্তরের বিশুদ্ধতা ও সুন্নাতের অনুসরণ। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই ‘আমলকে গ্রহণযোগ্য করতে পারে না যে পর্যন্ত না সে সুন্নাতের প্রতি অনুগত থাকে। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"

‘যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যার ওপর আমার নির্দেশ নেই তা গ্রহণীয় নয়।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম ৩/১৩৪৪, সুনান আবূ দাউদ-৪/৪৬০৬, সুনান ইবনে মাজাহ-১/১৪) সুতরাং ‘সংসার ত্যাগ’ কাজটি বিশুদ্ধ অন্তরের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সুন্নাতের বিপরীত বলে গ্রহণীয় নয়। তদ্রুপ ‘আমল সম্পর্কে কুর’ আন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছেঃ

﴿وَ قَدِمْنَاۤ اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا﴾

আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করবো, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবো। (২৫ নং সূরা ফুরকান, আয়াত নং ২৩) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

﴿وَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِیْعَةٍ یَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ یَجِدْهُ شَیْـًٔا﴾

‘যারা কুফরী করে, তাদের ‘আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সাদৃশ্য; পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে এর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে এটা কিছু নয়।’ (২৪ নং সূরা নূর, আয়াত নং ৩৯) অন্য স্থানে রয়েছেঃ

﴿وُجُوْهٌ یَّوْمَىٕذٍ خَاشِعَةٌ ۙ﴿۲﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۙ﴿۳﴾ تَصْلٰى نَارًا حَامِیَةً ۙ﴿۴﴾ تُسْقٰى مِنْ عَیْنٍ اٰنِیَةٍ﴾

সেদিন বহু মুখমণ্ডল অবনত হবে; কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্তভাবে; তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে; তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে। (৮৮ নং সূরা গাশিয়াহ, আয়াত নং ২-৫)

এটাও স্মরণীয় বিষয় যে, বাহ্যতঃ কোন কাজ সুন্নাতের অনুরূপ হলেও ঐ ‘আমলে অন্তরের বিশুদ্ধতা এবং মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য না থাকার কারণে উক্ত ‘আমলও প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে। কপট ও মুনাফিকদের অবস্থাও এরূপই। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَ اِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا﴾

‘নিশ্চয়ই মুনাফিকরা মহান আল্লাহ্‌র সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে ঐ প্রতারণা প্রত্যাপর্ণ করছেন; এবং যখন তারা সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন লোকদেরকে দেখানোর জন্য অলসভাবে দণ্ডায়মান হয়ে থাকে এবং মহান আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।’ (৪ নং সূরা নিসা, আয়াত নং ১৪২) তিনি আরো বলেনঃ

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ﴾

‘সুতরাং পরিতাপ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী, যারা লোক দেখানোর জন্যে এটা করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট ছোট সাহায্য দানে বিরত থাকে।’ (১০৭ নং সূরা মা ‘ঊন, আয়াত নং ৪-৭) অন্যত্র ইরশাহ হচ্ছেঃ

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا﴾

‘সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার রবের ‘ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।’ (১৮ নং সূরা কাহফ, আয়াত নং ১১০) অন্যত্র তিনি বলেনঃ

‘তাদেরকে তাদের রাব্ব পূর্ণ প্রতিদান দিবেন এবং ভয় ও সন্ত্রাস হতে রক্ষা করবেন। পরকালে তাদের কোন ভয় নেই এবং দুনিয়া ত্যাগ করতে তাদের কোন দুঃখ নেই।’

অহঙ্কার ও বিদ্বেষ বলে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা একে-অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়

মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّ قَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّ هُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ﴾

‘আর ইয়াহুদীরা বলেঃ খ্রিষ্টানরা কোন বিষয়ের ওপর নেই এবং খ্রিষ্টানরা বলে, ইয়াহুদীরও কোন বিষয়ের ওপর নেই অথচ তারা গ্রন্থ পাঠ করে।’ নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধিরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আগমন করে তখন ইয়াহুদী পন্ডিতেরাও আসে। অতঃপর তারা একদল

অপর দলকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে। রাফী ‘ ইবনু হুরাইমালা বলেঃ তোমরাতো কোন কিছুরই অনুসরণ করো না। সে ‘ঈসা (আঃ)-কে এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিলকেও অস্বীকার করে। তখন নাজরান থেকে আগত খ্রিষ্টান লোকটি ইয়াহুদীকে বললোঃ বরং তোমরাই কোন কিছুকে অনুসরণ করছো না। সেও ইয়াহুদী লোকটির মতো মূসা (আঃ) কে অস্বীকার করলো এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব তাওরাতকেও অস্বীকার করলো। তখন মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩৩৯)

মহান আল্লাহ এখানে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তারা তাদের কিতাবে উভয়ের কিতাব ও নবী সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও একে অপরকে অস্বীকার করে। ইয়াহুদীরা ‘ঈসা (আঃ) কে অস্বীকার করছে, অথচ তাদের কিতাব তাওরাতে মূসা (আঃ)-এর যবানে ‘ঈসা (আঃ)-এর আগমন এবং তাঁকে স্বীকৃতি দানের আদেশ করা হয়েছে। এছাড়া তাদের কিতাব ‘গসপেল’ এ মূসা (আঃ) যে নবী ছিলেন এবং তাঁর প্রতি যে মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তাওরাত নাযিল করা হয়েছিলো সেই কথার সাক্ষ্য রয়েছে। তথাপি তারা একে অপরকে অস্বীকার করছে। অথচ উভয় দলই আহলে কিতাব। তাওরাতের মধ্যে ইঞ্জিলের এবং ইঞ্জিলের মধ্যে তাওরাতের সত্যতার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তাদের এসব কথা একেবারেই বাজে ও ভিত্তিহীন।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘মহান আল্লাহ তাদের মতবিরোধের ফয়সালা কিয়ামতের দিন করবেন, যেদিন কোন অত্যাচার ও বল প্রয়োগ থাকবে না।’ যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الصّٰبِـُٔوْنَ وَ النَّصٰرٰى وَ الْمَجُوْسَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ شَهِيْدٌ﴾

যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন; নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের ওপর সাক্ষী। (২২ নং সূরা হাজ্জ, আয়াত নং ১৭)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা ‘আলা বলেনঃ

﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَ هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ﴾

বলোঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ। (৩৪ নং সূরা সাবা, আয়াত নং ২৬)

{اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰه} (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে)এর অর্থ হল, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। আর {وَهُوَ مُحْسِنٌ} (বিশুদ্ধচিত্ত)র অর্থ হল, (শিরকমুক্ত হয়ে খাঁটি মনে) নিষ্ঠার সাথে শেষ নবীর তরীকা অনুযায়ী সে কাজ করা। আমল গৃহীত হওয়ার জন্য এই দু'টি হল মৌলিক শর্ত। আখেরাতের মুক্তি এই মৌলিক নীতি অনুযায়ী কৃত নেক আমলের উপরই নির্ভরশীল। কেবল আশা ও কামনা করলেই মুক্তি পাওয়া যাবে না।

আল্লাহ্‌র কাছে কোন বান্দার আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে দু'টি বিষয়ঃ এক. ইখলাস তথা বান্দা মনে-প্রাণে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পন করবে। দুই. রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ। অর্থাৎ যদি কেউ মনে-প্রাণে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সংকল্প গ্রহণ করে কিন্তু আনুগত্য ও ইবাদাত নিজের খেয়াল-খুশীমত মনগড়া পন্থায় সম্পাদন করে, তবে তাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এ ক্ষেত্রেও আনুগত্য ও ‘ইবাদাতের সে পন্থাই অবলম্বন করতে হবে, যা আল্লাহ্ তাআলা রাসূলের মাধ্যমে বর্ণনা ও নির্ধারণ করেছেন। প্রথম বিষয়টি (بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ) বাক্যাংশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি (وَهُوَ مُحْسِنٌ) বাক্যাংশের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এতে জানা গেল যে, আখেরাতের মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য শুধু ইখলাসই যথেষ্ট নয়, বরং সৎকর্মও প্রয়োজন। বস্তুতঃ কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামএর সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল শিক্ষা ও পন্থাই সৎকর্ম। আল্লাহ্‌র ইখলাস ও রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে মানুষের অবস্থান চার পর্যায়েঃ

ক) কারো কারো ইখলাস নেই, রাসূলের আনুগত্যও নেই, সে ব্যক্তি মুশরিক, কাফের।

খ) কারো কারো ইখলাস আছে, কিন্তু রাসূলের আনুগত্য নেই, সে ব্যক্তি বিদ'আতকারী।

গ) কারো কারো ইখলাস নেই, কিন্তু রাসূলের আনুগত্য আছে (প্রকাশ্যে), সে ব্যক্তি মুনাফেক।

ঘ) কারো কারো ইখলাসও আছে, রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণও আছে, সে ব্যক্তি হলো প্রকৃত মুমিন। [তাজরীদুত তাওহীদিল মুফীদ]

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কোন প্রকার ভ্রান্ত দাবি আল্লাহ তা ‘আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, বরং তাওহীদভিত্তিক ঈমান ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দেয়া তরীকানুযায়ী আমলের মাধ্যমে জান্নাতের আশা করা উচিত।

২. কাউকে আমল পিছনে ফেলে দিলে বংশ মর্যাদা সামনে নিয়ে যেতে পারে না।